যায়যায়দিন

19 MAR 2008

একুশে বই মেলার পরিসর বাড়ানো এবং আন্তর্জাতিক করার চিন্তা

যাযাদি রিপোর্ট

বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে প্রতি বছর ফেব্রুয়ারিতে 'অমর একুশে গ্রন্থ মেলা' নামে বাঙালির বৃহত্তম যে উৎসবের আয়োজন করা হয়, সেটি আন্তর্জাতিক মানে করা এবং মেলার পরিসর বাড়ানোর চিন্তাভাবনা করছে একাডেমি কর্তৃপক্ষ।

গতকাল দুপুরে এ বছর একুশে বই মেলা কাভারকারী বিভিন্ন পত্রিকা ও টেলিভিশনের সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে একাডেমির মহাপরিচালক ড. সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ বলেন, প্রতি বছরই মেলায় লোক সমাগম বাড়ছে। ফলে শুধু একাডেমির চত্বরে এ মেলাকে ধরে রাখা এখন বেশ কঠিন হয়ে পড়ছে। এছাড়া ১ ফেব্রুয়ারি মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে চিফ অ্যাডভাইজার ড. ফখরুদ্দীন আহমদও একুশে বই মেলাকে আন্তর্জাতিক রূপ দেয়ার আহ্বান জানান। এ রকম বাস্তবতায় আমরা চিন্তা করছি পুরো বিষয়টি নিয়ে দেশের বিশিষ্ট কবি-সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক ও প্রকাশকদের নিয়ে রাউন্ড টেবিল মিটিং করে এ পৃ ১৫ ক ৬

একুশে বই মেলার

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

ব্যাপারে একটি সিদ্ধান্তে আসবো।

মতবিনিময় অনুষ্ঠানে বিভিন্ন গণমাধ্যমের সাংবাদিকরা এক মাস বই মেলার সংবাদ কাভার করতে গিয়ে তাদের চোখে পড়া বিভিন্ন অসঙ্গতি তুলে ধরেন এবং আগামী বছর যাতে এসব সমস্যার পুনরাবৃত্তি না হয় সে দাবি জানান। সাংবাদিকরা বিকাল ৩টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত না করে বই মেলা প্রতিদিন সকাল ১১টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত করার প্রস্তাব করেন। তাদের দাবি, এতে করে বিকালে ও সন্ধ্যার পরে মেলায় যে উপচেপড়া ভিড় হয় তা কমবে। পর্যাপ্ত সময় থাকায় বিক্রি আরো বেশি হবে এবং যারা মেলায় আসবেন তারা রিলাক্স থাকতে পারবেন। তবে অধিকাংশ সাংবাদিক মত প্রকাশ করেন, অমর একুশে বই মেলার সঙ্গে একুশের চেতনা জড়িত। সুতরাং পরিসর বাড়ানোর নামে এ মেলাকে কোনোভাবেই বাংলা একাডেমি চত্বরের বাইরে নেয়া ঠিক হবে না। এতে করে মেলা তার চরিত্র হারাবে। পরিসর বাড়াতে হলে একাডেমি চত্বরকে রেখেই বিকল্প চিন্তাভাবনা করতে হবে। এ ক্ষেত্রে একাডেমির দক্ষিণে পরমাণু শক্তি কমিশন এলাকা এবং পূর্বদিকে টিএসসি থেকে দোয়েল চত্বর পর্যন্ত পুরো সড়কটিকেও কাজে লাগানো যেতে পারে বলে কেউ কেউ মন্তব্য করেন। মতবিনিময় অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে বাংলা একাডেমির সচিব মঈনুল হাসান ও জনসংযোগ